যুগান্তর

তারিখ 4 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

দেড়শ' বছর পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা

জসিম উদ্দিন/সাদিকুস ইসলাম পন্নী

উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজকে প্রায় দেড়শ' বছর পর করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হলেও এর সুফল পাচ্ছে না প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা। এটি এখন তার ঐতিহ্যের কাঙাল। সে স্মৃতি তাড়া করে ফিরে বেড়ায় প্রতিষ্ঠানটির সাবেক শিক্ষার্থীদের। ক্লাসরুম সংকট, পরিবহন সংকট, আবাসন সংকটসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত জগন্নাথ কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪ বছর না পেরুতেই উপাচার্যের চেয়ারে বসেছেন ৩ জন। বারবার উপাচার্য পরিবর্তন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। সদ্য বিদায়ী উপাচার্যের আমলে শিক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনে নামে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

একটি স্কুল দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এটি কলেজ হয়। এরপর ২০০৫ সালে তা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়। জানা যায়, ১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই জগন্নাথ স্কুল নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটির খ্যাতি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর জগন্নাথ চৌধুরীর ছেলে কিশোর লাল রায় চৌধুরীর চেষ্টায় ১৮৮৪ সালে এটি কলেজে উন্নীত হয়। ব্রিটিশ সরকার জগন্নাথ স্কুলের নাম দেন 'ঢাকা জগন্নাথ কলেজ'। তখন তিন বছর পর্যন্ত একই প্রশাসন দ্বারা কলেজ ও স্কুলের কার্যক্রম চলে। পরে ১৮৮৭ সালে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে স্কুল ও কলেজ পৃথক করা হয়। ওই স্কুলের নাম দেয়া হয় কিশোর লাল স্কুল। বর্তমানে ওই স্কুলটি কেএল ভাবিদী স্কুল নামে পরিচিত। কলেজের নাম হয় সরকারি জগন্নাথ কলেজ। তখন ভারত উপমহাদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য সুপরিচিত ছিল জগন্নাথ কলেজ।

১৯০৭ সালে কলেজটিকে হস্তান্তর করা হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে। পরের বছর এটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা হয়। তখন মাত্র ৪৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। ৫ বছর পর এ সংখ্যা ৩৯৬ জনে দাঁড়ায়। এভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে কলেজের কার্যক্রম।

১৯২০ সালে ভারতীয় লিগে 'Legislative Council Jagannath College Act ' আইন পাস করে নথিভুক্ত করা হয়। ওই বছরের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন উপলক্ষে ওই ট্রাস্টি বোর্ডে বিলুপ্ত করা হয়। ওই অ্যাক্টের আওতায় জগন্নাথ কলেজের সকল সম্পত্তি, দায়দেনা ভারতীয় সরকারের ওপর বর্তায়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার্থী সংকটের আশংকায় জগন্নাথ কলেজে স্নাতক শ্রেণী বন্ধ করে দিয়ে আবার উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে পরিণত হয়। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ১৯৪৯ সালে আবার স্নাতক পাঠ্যক্রম চালু হয়। তখন এটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ। ১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজ হয় সরকারি কলেজ। এরপর ১৯৭৫ সালে চালু হয় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম। তবে একই সঙ্গে চলতে থাকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কার্যক্রমও। একই সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক, সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ায় ১৯৮২ সালে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি বন্ধ করা হয়। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি জগন্নাথ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। ক্রমেই এর শিক্ষার্থী বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে ওই চাপ সামলাতে চালু করা হয় দিবা-নৈশকালীন ক্লাস। এ সময় দাবি ওঠে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার। ১৯৯৫ সালের ২ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন। ২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়। এর প্রথম উপাচার্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম খান।

অবকাঠামোগত জীর্ণতা

সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করা হলেও এর অবকাঠামো ছিল আগের মতোই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ধরা হয়েছিল ৫ বছর। এ সময় নিজস্ব আয় দিয়ে তা পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার কোন ধরনের অনুদান দেবে না। প্রকল্প সারপত্র (পিপি) অনুযায়ী প্রথম বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ধরা হয়েছিল ২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। তবে ওই অর্থবছরে আয় হয়েছে মাত্র ১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বছরে ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা আয় ধরা হলেও হয়েছে মাত্র ১ কোটি ২০ লাখ টাকা। তৃতীয় বছরে ৪ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আয় হয়েছে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরে ৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দেখা যায়, প্রকল্পের ২ বছর শেষ না হতেই বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ৫শ' শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা থাকলেও ভর্তি করা হয় মাত্র ২ হাজার ৭৭৫ জন। একইভাবে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলোতেও ভর্তি করার কথা। সেখানে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ২ হাজার ২২৫ জন। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ২ হাজার ৩৫০ জন।

অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিক্ষার্থী ভর্তিতে লক্ষ্য পূরণ না হওয়ায় বেতন, উন্নয়ন ফিসহ বিভিন্ন খাতের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তার ওপর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে বিভিন্ন ফি'তেও ছাড় দেয়া হয়েছে। তাই আইন সংশোধন না করলে চরম আর্থিক সংকটে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তখন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় না হয়ে এটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষার মান

২৩টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখন সে বহরে যোগ হয়েছে আরও তিনটি বিভাগ। সেগুলো হল-আইন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং নৃবিজ্ঞান। সেমিস্টার পদ্ধতিতে চলছে এসব বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম। নতুন বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হলেও এখনও কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। তাই শিক্ষার্থীরা ভর্তির পরই সেশন জটে পড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে কলেজের অধিকাংশ শিক্ষককে রেখে দেয়ায় এর শিক্ষা কার্যক্রম এখনও আনেকটা কলেজের মতো করেই চলছে। ওইসব শিক্ষকের সেমিস্টার পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় শিক্ষার গুণগত মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। প্রতি ৬ মাসে এক সেমিস্টার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয় ১০/১১ মাসে। ফলে সেমিস্টার পদ্ধতিও শিক্ষার্থীদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রভাষক, সহকারী প্রভাষক আছেন, যারা আগে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎকালীন সময়েও এর শিক্ষার মান বেশ উন্নত ছিল। এ ব্যাপারে কথা বললে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল মজিদ এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক গোলাম রসূল যুগান্তরকে বলেন, 'তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার মান বেশ ভালো ছিল । যার কারণে দূর-দূরান্ত থেকেও অনেক শিক্ষার্থী এখানে এসে ভর্তি হতো। তাছাড়া ওই কলেজের শিক্ষার মান উন্নত হওয়ার কারণেই আজ আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছি। তবে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর এর শিক্ষার মান আরও উন্নত হয়েছে। বর্তমানে এখানে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী এক-দুই বছরের মধ্যে শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে।' বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পাল যুগান্তরকে বলেন, 'তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকায় নিয়মিত ক্লাস নেয়া যেত না। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর এখানে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে।

আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ২৩ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের জন্য নেই কোন আবাসন ব্যবস্থা। প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে তাদের ক্যাম্পাসে আসতে হয়। ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ৪টি সোতলা বাস। অথচ প্রতিবছর শিক্ষার্থীরা ৫শ' টাকা করে পরিবহন ফি দিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সময় ক্যাম্পাসের আয়তন দেখানো হয়েছে ১১.৫ একর। এর মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক হল ও একটি খেলার মাঠ এখনও বেদখল রয়েছে। এসব পুরান ঢাকার স্থানীয় প্রভাবশালী মহল, ভূমি জালিয়াতি চক্র ও পুলিশ দখল করে রেখেছে। দীর্ঘ ২২ বছর পরও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দখলদারচক্র ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে হলগুলো নিজেদের করে নেয়। এর কোনটিতে তারা গড়ে তোলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, আবার কোনটিতে দখলদাররা বসবাসের পাশাপাশি ভাড়া দিয়ে রেখেছে। এ সুযোগকে কাজে লাগায় এরপর ১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

দেড়শ' বছর পর

৯ম পৃষ্ঠার পর

পুলিশও। তারাও বেশ কয়েকটি হল দখলে নেয়। গড়ে তোলে স্থায়ী ক্যাম্পাস। কোনটিতে পুলিশ সপরিবারে বসবাস শুরু করেছে। সরকারের উদাসীনতায় হলগুলো উদ্ধার হচ্ছে না বলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু হোসেন সিদ্দিক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সংকট নিরসনে শিগগিরই আরও ৪টি দ্বিতল বাস চালু করা হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল আবাসিক হল উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মন্ত্রণালয় এ নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি করেছে। সরকারের সহযোগিতা পেলে হলগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবনের ৭ তলা পর্যন্ত ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। নতুন বাজেট পেলে তারা অবশিষ্ট কাজ শুরু করবেন বলে জানান তিনি। এতে করে শ্রেণীকক্ষের সংকট নিরসন হবে। ছাত্রীদের আবাসন নিশ্চিত করতে নতুন দুটি হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়া যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আগামী বছর আরও ৫টি নতুন বিভাগ চালু করা হবে।